দৈনিক ইনকিলাব

পৃঃ ১৬ কঃ ৬

অপুষ্টি ও ঝরেপড়া শিশু কমাতে 'দুধের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি

শাহজাদপুরে ৭ বিদ্যালয়ে বছরব্যাপী তরল দুধ বিতরণ কর্মসূচি শুরু

❑ হাসান সোহেল সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে ফিরে

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে শিশুদের অপুষ্টির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। এখনো দেশের অর্ধেক শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। বর্তমানে প্রতিবছর বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫০ হাজার শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে ১টির মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি। অপুষ্টির প্রধান কারণ পুষ্টিজাত খাদ্যের অভাব। একই সঙ্গে শিক্ষার পৃঃ ১৫ কঃ ৪

শাহজাদপুরে ৭ বিদ্যালয়ে বছরব্যাপী

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। বিশেষ করে প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত। এই সময়ে শিশুরা বিচ্ছিন্নভাবে ঝরে পড়ে। আর তাই অপুষ্টি ও ঝরেপড়া শিশুদের হার কমিয়ে লেখাপড়ায় আরও অধিক মনোযোগী করার লক্ষ্যে 'দুধের বিনিময়ে শিক্ষা' কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। এ কার্যক্রমের আওতায় স্কুলের টিফিন হিসেবে দুধ এবং গাভী প্রতিপালনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের রাউতারা গ্রামে মিল্ক ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আয়োজনে শাহজাদপুর উপজেলার ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরব্যাপী পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এ্যাড. জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। মিল্কভিটার চেয়ারম্যান হাসিব খান তরুণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য চয়ন ইসলাম, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক মো. হুমায়ন কবির, মিল্কভিটার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান শফি, জাতিসংঘের ফাও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি এ রোশানি মহেশিংহ, ফাও এর লাইভস্টক পলিসি অফিসার ড. জিনেদ আহমেদ।

সালমা ও মুন্নী রাউতারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী। হাতে তরল দুধ পেয়ে খুবই খুশী। শুধু সালমা মুন্নী নয় প্রতিমন্ত্রীর হাত থেকে তরল দুধ পেয়ে স্কুলের সকল শিক্ষার্থীরাই ভেসেছিল আনন্দের বন্যায়। একই স্কুলের মিতা নামের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, আমার সন্তান দুধ পেয়ে খুব খুশী। একই সঙ্গে স্কুলের সব শিক্ষার্থীরাও খুশি। তিনি জানান, এটা একটি ভালো উদ্যোগ। এর মাধ্যমে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়বে। একই সঙ্গে পুষ্টিহীনতাও দূর হবে। তিনি আরও জানান, এ কার্যক্রম অন্যান্য স্কুলে ছড়িয়ে দিতে পারলে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়বে।

পাইলট প্রকল্প হিসেবে শাহজাদপুর উপজেলার ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরব্যাপী (সপ্তাহে ৬ দিন ২০০ এমএল করে ২ হাজার পাউচ প্যাকেট) পাস্তুরিত তরল দুগ্ধ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, দেশের অধিকাংশ শিশুরাই অপুষ্টিতে ভুগছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম এসব শিশুদের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে দুধের কোন বিকল্প নেই। দুধ এমন একটি শিশুখাদ্য যার মধ্যে সকল খাদ্যের পুষ্টি রয়েছে। এজন্য শিশুদের স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী করে গড়ে তুলতেই তাদের মধ্যে বছরব্যাপী বিনামূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করা হবে। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সকল দুগ্ধ এলাকায় আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গাভী প্রতিপালনের জন্য মডেল ডেইরি ফার্ম স্থাপনের জন্য ৪ কোটি ২০ লাখ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে দুধের ক্রয়মূল্য ৫ বার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে সমবায়ীরা আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া বাঘাবাড়ীতে মিল্ক প্রসেসিং ইউনিট আধুনিকরণ ও গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করার জন্য অস্ট্রেলিয়া হতে সবচেয়ে উন্নতজাতের ষাঁড় ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুগ্ধ ঘাটতির জন্য প্রতিবছর দুধ আমদানি করতে হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। তাই এ খাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে পশু চিকিৎসা কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা। যা এলাকায় ঘুরে ঘুরে পশুর চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে।

মিল্কভিটার চেয়ারম্যান হাসিব খান তরুণ বলেন, জাতিসংঘের ফাও-মিল্ক ইউনিয়নকে দুধ পাস্তুরিত করতে উন্নত যন্ত্রপাতিসহ বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য প্ল্যান দিয়েছে। তিনি বলেন, সরকার যেমন খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তেমনি দুধের বিনিময়ে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুরা অপুষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবে একই সঙ্গে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যাও হ্রাস পাবে।

জানা যায়, শিশুদের দুধের অভাব পূরণ এবং গ্রামে বসবাসকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে মিল্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক সময়ে রুগ্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত মিল্ক ইউনিয়নকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এ কারণে গত ২০১১-১২ অর্থবছরে অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী মোট ১ কোটি ৭৭ লাখ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে সম্পূরক দুগ্ধমূল্য বাবদ ১ কোটি ২৯ লাখ প্রদান করার পরও অনিরীক্ষিত হিসেব অনুযায়ী ১ কোটি ৬ লাখ টাকা মুনাফা এসেছে।